ভারতীয় জনতা পার্টি

১১ অশোক রোড, নয়াদিল্লি

সংসদের যৌথ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির বাজেট ভাষণের ওপর বিতর্কে অংশ নেন শ্রী অরুন জেটলি। তাঁর ভাষণের নির্বাচিত অংশ

ইউ পি এ সরকার ৯ বছর হল ক্ষমতায় আছে। ন-বছর যে কোনও সরকারের কাছে দাগ রেখে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট সময়। এই সময়কালে এমন পরিবর্তন তারা করতে পারত যা দেশের ভাগ্য বদলে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ইউ পি এ-র ক্ষমতায় থাকার রেকর্ড খুবই বিপর্যয়কর। তারা আমাদের কাছ থেকে এমন একটা উত্তরাধিকার পেয়েছিল যেখানে দেশ উজ্জীবিত। ভারত তখন বিনিয়োগের আদর্শ স্থান বলে বিশ্বে স্বীকৃত। এন ডি এ যখন সরকার ছাড়ল, তখন দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার ছিল ৮.৪ শতাংশ, অর্থনীতির মূল ভিত্তিগুলি শক্তিশালী। ইউ পি এ শাসনের শেষ বছরে ভারত আর বিশ্বের মানচিত্রে কোথাও নেই, যা তারা এক দশক আগে ছিল। ব্রিকস (BRICS) গোষ্ঠীভুক্ত দেশের মধ্যে আই (I) অর্থাৎ ইন্ডিয়া-র বাদ পড়ার ভয় আছে। চারিদিকে একটা হতাশার ভাব। সরকারের কাজে অনাস্থার মনোভাব, নীতি অসারতা ও পরিবর্তনের প্রতি লোকের ইচ্ছা প্রকট হচ্ছে।

ইউ পি এ কী করে একটা উজ্জীবিত দেশকে এমন একটা হতাশ দেশে পরিণত করলো?

ইউ পি এ-র শাসনের মডেল

আমি বারবার বলেছি, ইউ পি এ-র শাসনের মডেল বিশ্বের সবথেকে বড় গনতন্ত্রের উপযুক্ত নয়। দলের সর্বমান্য নেতার প্রধানমন্ত্রী হওয়া উচিত। এদের মডেল হল, কোম্পানি সম্পর্কে একটা বোর্ড সিদ্ধান্ত নেবে, আর সি ই ও তার দেখভাল করবে। এটা কর্পোরেট শাসনের উপযুক্ত হতে পারে, কিন্তু দেশ শাসনের উপযুক্ত নয়। প্রধানমন্ত্রীর যদি রাজনৈতিক ক্ষমতা না থাকে তার ফল কী হয়--

- নেতৃত্বের সংকট
- নীতি অসারতা
- মন্ত্রীদের ও দুর্নীতির ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ না থাকা

সরকারে নেতার অভাব তো দেখাই যাচ্ছে। গত ৯ বছর ধরে নীতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংবিধান বহির্ভূত ফোরাম, জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ। ব্যাঙ্ক ঋণ মকুব, এমনারেগার রূপায়ণের

মতো প্রচুর ভুলভাল পরামর্শর জন্যই এই আর্থিক দুর্দশা হয়েছে। ব্যাঙ্ক ঋণ মকুবের সুবিধা এমন লোক পেয়েছেন, যাঁদের তা পাওয়ার কথা নয়। এমনারেগার পিছনে প্রচুর জাতীয় সম্পদ যাচ্ছে, কিন্তু তাতে কোনও সম্পদ তৈরী হচ্ছে না।

অর্থনীতির হাল

এটা নিয়ে কোন বিরোধ নেই যে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি দরকার। আর্থিক বৃদ্ধি কম হোক সেটা দেশের স্বার্থবিরোধী। গরিবি হঠাও-র মতো জনমোহিনী স্লোগানেরও কোনও দরকার নেই, যা স্বাধীনতার পর প্রথম চার দশকে দেওয়া হয়েছিল। ভারতের দরকার উচ্চ হারে বৃদ্ধি, অনেক বেশি আর্থিক কার্যকলাপ, কর্মসংস্থান, ভালো পরিকাঠামো, এবং রাজ্যের কাছে পর্যাপ্ত রাজস্ব, যাতে তারা দারিদ্র দূর করতে পারে। ইউ পি এ, যাঁরা ৮.৫ শতাংশ আর্থিক বৃদ্ধি উত্তরাধিকার সুত্রে পেয়েছিল, তাকে ৯ শতাংশে পরিনত করার জায়গায় কী করে তা ৫ শতাংশের নিচে নিয়ে আসে? আর্থিক বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশ হলে তা কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করবে না। তা দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াইও করতে পারবে না। ভারতের দরকার জনসংখ্যার একটা বড় অংশকে কৃষি থেকে উৎপাদন শিল্পে নিয়ে আসা। দেশকে কম খরচের উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত করা দরকার। উৎপাদন ক্ষেত্রে আমাদের বৃদ্ধির হার হওয়া উচিত ছিল ১২ থেকে ১৪ শতাংশ। তাহলেই জি ডি পি-র ক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষেত্র ২৫ শতাংশ স্থান অধিকার করতে পারত। এর জন্য আপনাদের অবিলম্বে বিশাল পরিকাঠামোগত প্রকল্পের ঘোষণা করা উচিত।

জাতীয় সড়ক প্রকল্পর গতি কেন কমিয়ে দেওয়া হল? কন্ট্রাক্টররা কেন জাতীয় সড়ক প্রকল্প থেকে সেরে আসছে? এন এইচ এ আই কেন এমন সংস্থা হয়ে যাচ্ছে যার সঙ্গে কাজ করা অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে? সড়ক নির্মাণের সঙ্গে জড়িত কোম্পানিগুলি নতুন প্রকল্পে অংশ নিতে আর উৎসাহী নয়।

- গত বছর প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা কার্যত বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এ বছর বরাদ্দ ছিল ২০ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে ৮ হাজার কোটি টাকা।
- কয়লা খনির বন্টনে দুর্নীতির ফলে বিদ্যুত ক্ষেত্রে ধাক্কা খেয়েছে। বিদ্যুত কেন্দ্রগুলি কয়লার অভাবে ভুগছে। এন ডি এ আমলে ইলেক্ট্রিসিটি আইন, ২০০৩ করার ফলে বিদ্যুত ক্ষেত্রে সাফল্য পাওয়া গিয়েছিল, সেই বিদ্যুত ক্ষেত্র এখন চরম সংকটে।
- ভারতের টেলিকম ক্ষেত্র ছিল বিশ্বের সবথেকে দ্রুত বেড়ে ওঠা অর্থনীতি, এখন তার আর কোনও গ্রহীতা নেই, ভারতীয় টেলিকম আর বিক্রয়যোগ্য নয়।
- বাজেটে এমন কিছু নেই যা কৃষি বা উৎপাদন ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করবে।

- বিভিন্ন মন্ত্রকের মধ্যে বিবাদের জেরে ৭ লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্প আটকে আছে।
- প্রতিরক্ষা সামগ্রীর উৎপাদনে বেসরকারী ক্ষেত্রকে সামিল করার কোনও পদক্ষেপ নেই।
- উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন প্রকল্পগুলির কার্যত আর কোনও অস্তিত্ব নেই। অবহেলার ফলে উত্তর পূর্বাঞ্চল কাঁদছে। আর অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে এই অঞ্চলের জনচরিত্র বদলে দিয়েই ইউ পি এ খুশি। উন্নয়নের প্রচার নয়, জনচরিত্র বদল করাটাই ইউ পি এ-র লক্ষ্য।
- সর্বত্র নিকাশী ব্যবস্থা করা, হাত দিয়ে বর্জ্য সাফাই বন্ধ করার কাজকে সবথেকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।
- গত কয়েক বছত ধরে জাতীয় সম্পদের অপব্যবহার করে ইউ পি এ আর্থিক বিশৃঙ্খলা তৈরী করেছে। তাই দেশ এখন ঋণজালে ডুবে গিয়েছে। আর্থিক ঘাটতিকে দৃশ্যত ভদ্রস্থ করতে সামাজিক ক্ষেত্রের সব প্রকল্পে অর্থ ছাঁটাই হচ্ছে। খরচ ছাঁটাই-এর পরিমান ৯৩ হাজার কোটি টাকা। খাদ্য সুরক্ষা বিল রুপায়ন করার জন্য সামান্য অর্থ পড়ে থাকছে। বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে মাত্র ৫ হাজার কোটি। এমজিনারেগা ও গ্রামীন রাস্তা তৈরির ক্ষেত্রে বরাদ্দ খুবই কমানো হয়েছে। যে প্রকল্প দিশা বদলে দেবে বলা হচ্ছে, সেই ডাইরেক্ট ক্যাশ ট্রান্সফার প্রকল্পের জন্য আগামী বছর ৫৬০১ কোটি টাকা রাখা হয়েছে।
- খাদ্য সুরক্ষা বিল তো মরীচিকা ছাড়া আর কিছু নয়। খাদ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে ছত্তিসগড় মডেল সর্বজনীন হয়ে গিয়েছে। গত বছর খাদ্যে ভর্তুকি দেবার প্রস্তাব ছিল ৭৫ হাজার কোটি টাকা, দেওয়া হয়েছে ৮৫ হাজার কোটি টাকা। আগামী বছরের জন্য সামান্য ৫ হাজার কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে(১০ হাজার কোটি টাকা নয়), তার মানে, ৮৫ হাজার কোটি+ ১০ হাজার কোটি). খাদ্য সুরক্ষা নিযে নয়াদিল্লিতে শুধু আলোচনায় হচ্ছে। অন্যদিকে কিছু এন ডি এ শাসিত রাজ্য অসাধারণ কাজ করে দেখাচ্ছে। বিহারে জি ডি পি বৃদ্ধির হার ১২ শতাংশের বেশি, মধ্য প্রদেশ, গুজরাত, ছত্তিসগড়ে বৃদ্ধির হার প্রায় দুই সংখায় হয়েছে। মধ্য প্রদেশ ও গুজরাতে কৃষি উৎপাদনের পরিমান বিপুলভাবে বেড়েছে।

দুর্নীতি

যেখানে সরকারের ওপর নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ নেই, সেখানে ইউ পি এ-র হলমার্ক হল দুর্নীতি। ইউ পি এ এমন একটা সরকার যেখানে বিভিন্ন রকম মন্ত্রী আছে। কয়েকজন উদ্ধত। কিছু ভয়ঙ্করভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত, কিছু ঝগড়ুটে ও কয়েকজন কোনও কাজের নয়। কয়েকজন নিয়মিত অশিষ্ট আচরণ করেন। কিন্তু ফুলদানি বদল করা হচ্ছে, ফুল নয়। বিনিয়োগের জায়গা হিসাবে ভারতের শক্তি কমিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি বড় ভূমিকা নিচ্ছে। আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীরাই যে ভারতে বিনিয়োগ করতে ভয় পাচ্ছেন তাই নয়, দেশের

বিনিয়োগকারীরাও বিশ্বের অন্যত্র ভালো বিকল্পের দিকে তাকাচ্ছেন। মূলধন উল্টো দিকে যাওয়ায় ভারতীয় অর্থনীতির প্রবল ক্ষতি হচ্ছে।

কমনওয়েলথ গেমস করা হয়েছিল ভারত যাতে ক্রীড়া ক্ষেত্রে এগোয় ও পর্যটনে গতি আসে তার জন্য, কিন্তু তা এখন দুর্নীতির জন্য বিখ্যাত হয়ে গিয়েছে। ইউ পি এ নেতার জেল হয়েছে, দেশের ক্রীড়া পরিবেশ বিঘ্নিত হয়েছে।

২জি স্পেকট্রাম বন্টন নিয়ে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সহ অন্যদের জেল হয়েছে। প্রচুর জাতীয় সম্পদ নষ্ট হয়েছে। টেলিকমের সাফল্যের কাহিনী উল্টোদিকে ঘুরে গিয়েছে। কয়লা খনি বন্টন কেলেঙ্কারিতে মূল্যবান জাতীয় সম্পদ কম মূল্যে খেয়ালখুশি মত বন্টন করা হয়েছে। এর ফল হল, বিদ্যুত ক্ষেত্রে প্রচন্ড ক্ষতি হয়েছে, বিদ্যুত কেন্দ্রগুলি কয়লা পাচ্ছে না।

ভিভিআইপি হেলিকপ্টার কেনার ক্ষেত্রেও ঘুষ নেওয়া হয়েছে, যা এখন চেপে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা শুধু জানতে চাই, কে ঘুষ নিয়েছে? তার শাস্তি হওয়া দরকার। একটি সংসদীয় কমিটির কাছে পাঠিয়ে সরকার সত্য খোঁজার চেষ্টাকেই বরবাদ করতে চাইছে। সাংসদদের তদন্ত করার কোনও ক্ষমতা নেই, হেফাজতে গিয়ে জেরা করার ক্ষমতা নেই।

দেশ এ নিয়ে একটা বিশাল প্রতিবাদ দেখেছে, যেখানে লোকের আকাঙ্খা হল, এমন ব্যবস্থা তৈরী করতে হবে যা দায়বদ্ধ থাকবে। লোকপাল বিল তাড়াহুড়ো করে লোকসভায় পাস করানো হল, কিন্তু রাজ্যসভায় সরকার থেমে গেল। আমরা সিলেক্ট কমিটির মাধ্যমে বিলটি উন্নত করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সরকার সেটাও থামিয়ে দিল। কিছু সুপারিশ মেনে নেওয়া হয়েছে, কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ মানা হয় নি।

- যদি তদন্তের আগেই কোনও অভিযুক্ত অফিসারকে লোকপালের সামনে শুনানির সুযোগ দেওয়া হয়, তা হলে, গোপনীয়তা ও হঠাৎ তদন্তের যে সুযোগ থাকে তা নষ্ট হয়ে যাবে।
- লোকপালের অনুমতি ছাড়া কোনও তদন্তকারী অফিসার, যিনি তদন্ত করছেন, তাঁকে কেন সরকার বদলি করতে পারবে?
- সি বি আই-এর মত তদন্তকারী সংস্থার প্রধানদের ভয় ও পক্ষপাত ছাড়া কাজ করা উচিত। তাঁদের একটা নির্দিষ্ট কার্যকাল থাকা দরকার। অবসরের পরে কোনো সরকারী পদের প্রলোভন থাকা উচিত নয়।

এটাই হচ্ছে সময়, যখন দুর্নীতিগ্রস্তদের শাস্তি দেবার ব্যাপারে ক্ষমতায় যাঁরা আছেন, তাঁরা আরও তাগিদ দেখাবেন।

সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও জাতীয় নিরাপত্তা

কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিছুদিন হল সেখানে শান্তি ফিরেছে। কেন্দ্রীয় সরকার যেন ভারতের সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের অখন্ডতা নিয়ে আলোচনা শুরুর কোনও প্রস্তাবে কর্ণপাত না করে, সে প্রস্তাব সীমান্ত পার থেকেই আসুক বা দেশের ভিতর থেকে দাবি উঠুক। জম্মু ও কাশ্মীরের লোকেদের ক্ষেত্রে আমাদের নীতি হওয়া উচিত সংবেদনশীল ও করুণাঘন। আমাদের প্রচেষ্টা হবে উন্নয়ন ও সংহতি। আমাদের জনমুখী ও বিচ্ছিন্নতা বিরোধী হতে হবে।

ভারতীয় সংসদের ওপর আক্রমনের সঙ্গে যুক্ত অপরাধীর ফাঁসি নিয়ে উপতক্যার রাজনীতিবিদদের প্রতিক্রিয়া দুর্ভাগ্যজনক। ভারত নরম রাষ্ট্র নয়। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দাবির কাছে নতিস্বীকারের এই সংকেত সে দিতে পারে না যে, দেশের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বের ওপর যাঁরা আঘাত করবে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে না।

মাওবাদী হিংসা ভারতীয় গণতন্ত্রের আরেকটি বিপদ।

মাওবাদীরা হিংসার মাধ্যমে ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে হঠিয়ে দেবার হুমকি দেয়। তারা আদিবাসী এলাকায় আদিবাসীদের দারিদ্রকে কাজে লাগায়। আমাদের এ নিয়ে একটা জাতীয় নীতি নিতে হবে। সেটা হল, আদিবাসী এলাকায় জাতীয় সম্পদের প্রথম অধিকার তাঁদের, কিন্তু এই এলাকার উন্নয়নে আমাদের গ্রহনযোগ্য আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি থাকা দরকার। মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় পরিস্থিতির মোকাবিলায় উন্নয়নের প্রচারের সঙ্গে উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে হবে।

হায়দারাবাদ বিস্ফোরণ

হায়দরাবাদের সাম্প্রতিক বিস্ফোরণের ফলে প্রচুর সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে ও অনেকে আহত হয়েছেন। সন্ত্রাস ঠেকানোর একমাত্র উপায় হল শক্তিশালী গোয়েন্দা ব্যবস্থা এবং সন্ত্রাসবাদী মডিউলগুলি ভেঙ্গে দেওয়া। নিরাপত্তা বাহিনী ও গোয়েন্দাদের একশো শতাংশ সাফল্য পেতে হবে। সন্ত্রাসবাদীদের একবার সফল হতে চায়। আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি কি তাঁদের কাছে থাকা তথ্য অবহেলা করেছিল তাদের কাছে কি এই তথ্য ছিল যে হায়দারাবাদে জঙ্গিরা সক্রিয়? আমাদের কি হায়দারাবাদ পুরোপুরি সুরক্ষা বলয়ে মুড়ে ফেলা উচিত ছিল? হায়দারাবাদ বিস্ফোরণ আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে, আমরা নিরাপত্তার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ঢিলে দিতে পারি না। কেন্দ্র ও রাজ্য হাত মিলিয়েই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়তে পারে। সন্ত্রাসবাদ ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো নিয়ে বিরোধ ও বিতর্ক পরিহার করা দরকার। দুটি একসঙ্গে থাকতে পারে। এই ভিত্তিতেই এনসিটিসি হতে পারে।

ভারত ও তার প্রতিবেশীরা

ভারত কখনও প্রতিবেশীদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না। আমরা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চাই। আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলিতে সুস্থিতি থাকুক সেটা আমাদের স্বার্থের পক্ষে জরুরি।

পাকিস্তান হল অশান্ত জায়গা। এটা এমন একটা পর্যায়ে আছে যে, পর্যবেক্ষকরা বুঝতে পারেন না কে এই রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার আশা করেন। আমি আশা করি, সাম্প্রতিক কিছু উস্কানিমূলক আচরণের পর তিনি তাঁর আশাকে পিছনের সারিতে পাঠিয়ে দেবেন।

ভারত ও চিনের মধ্যে নেপাল খুব গুরুত্বপূর্ন দেশ। নেপালের সঙ্গে আমাদের ঐতিহাসিক ও সংস্কৃতিক সম্পর্ক আছে। সেখানে দীর্ঘায়ত সাংবিধানিক সংকট আমাদের চিন্তার কারণ।

বাংলাদেশের শাসক এখন ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ। বর্তমান আবহাওয়ায় অনেক বকেয়া বিষয়ের এমনভাবে ফয়সালা হতে পারে যা আমাদের লোকেরাও সমর্থন করে।

শ্রীলঙ্কা ভারতের পুরনো বন্ধু। শ্রী লঙ্কায় শান্তি আনতে আমাদের সেনারাও রক্ত ঝড়িয়েছে। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের স্বাভাবিক স্বার্থ আছে। শ্রীলঙ্কায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তামিলনাড়ু ও অন্যত্র প্রভাব ফেলে।

মালদ্বীপ-- মালদ্বীপের অবস্থা চিন্তাজনক। ভারত মহাসাগরে আমরা কোনও অশান্তি চাই না। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ভারতীয় হাই কমিশনে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাই পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে। সঙ্গত কারণেই ভারত চায়, সমস্যার শীঘ্র সমাধান হোক। আমি আশা করি আমরা এমন প্রয়াস করব, যাতে মালদ্বীপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় ও সেখানে গণতন্ত্র ফিরে আসে।

মহিলা

ভারতীয় সমাজের ৫০ শতাংশই মহিলা। এটা মানতেই হবে যে সমাজে তাঁরা বঞ্চনার শিকার। জন্মের থেকেই সমাজের একটা অংশ তাঁদের ছোট করে দেখে। আমরা সাংবিধানিক দিক থেকে মহিলাদের সমান অধিকার দিয়েছি ঠিকই, কিন্তু ভারতীয় মানসিকতা বদলানো দরকার। পরিবর্তিত মানসিকতা মহিলাদের সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে সমান হিসাবে দেখবে। দিল্লিতে সম্প্রতি যে ধর্ষণ ও হত্যা হয়েছে এবং এ ধরনের আরো যে ঘটনা ঘটেছে, তাতে আমাদের মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে যাচ্ছে। আইনের যে অপূর্ণতা আছে তা পূরণ করা সম্ভব। কিন্তু আমাদের পুলিশী ব্যবস্থা, তদন্তের ব্যবস্থা, আমাদের পুরুষদের মানসিকতা সত্যি বদলানো দরকার। সাম্প্রতিক ঘটনা দেখিয়ে দিচ্ছে, আমরা সভ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারিনি।

ইউ পি এ এখন যাওয়ার পথে। তারা যাওয়ার আগে অর্থনীতির সর্বনাশ ঘটিয়ে যাচ্ছে। তাঁদের শাসন সর্বত্র সমালোচিত। ইউ পি এ ভাবছে এই হতাশার পরিবেশ পরিবারতান্ত্রিক গণতন্ত্রের দিকে ঠেলে দেবে, কিন্তু তাঁদের এই চিন্তা ও প্রয়াস সফল হবে না। যখন পরিবারতন্ত্রের জনমোহিনী ক্ষমতার মিথ নষ্ট হবে, তখন ভারতের আসল মূল্য বোঝা যাবে। ভারত এবার পরীক্ষিত দক্ষতার সঙ্গে তাঁদের, যাঁরা ভারতকে পরিবারতান্ত্রিক গণতন্ত্রে পরিনত করতে চায় তার লড়াই দেখুক। পরীক্ষিত দক্ষতাই ভারতকে হতাশা থেকে আশায় উত্তীর্ণ করতে পারবে।

যে সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত ও কোনও কাজ করে না, তাঁরা দেশের বিপুল ক্ষতি করে। প্রাচীন রোমের সেনেটর ট্যাসিটাস এ ব্যাপারে সেরা কথা বলে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন,"ওরা বিশ্বকে নষ্ট করেছে। তাঁদের ক্ষুধা মেটাতে ওরা মাটিকে উলঙ্গ করেছে...ওরা লোভের দ্বারা চালিত হয়েছে, যদি তাদের শত্রু ধনী হয়, তখন ওরা উচ্চাকাঙ্ক্ষি হবে, যদি গরিব হয়, তা হলে তারা প্রতিশোধ নেবে, কচুকাটা করবে, মিথ্যে ভাব দেখিয়ে তাদের অধিকার করার চেষ্টা করবে, আর এ সবই করবে রাষ্ট্র গঠনের নামে। আর যখন মরুভূমি ছাড়া কিছু থাকবে না, তখন তারা শান্তির কথা বলবে।"

আর কে সিনহা

সচিব

বি জে পি সংসদীয় দল